প্রথম আলো

তারিখ ... 14 MAY 2009
পৃষ্ঠা - ৩ ... কলাম ১৬....

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্তই হয়নি, তারপরও তদবিরবাজেরা তৎপর

শরিফুজ্জামান ●

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ পাওয়া) করতে একশ্রেণীর প্রতারক অর্থ লেনদেন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকায় যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি সুবিধা পেতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

জানা যায়, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করতে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন এখন পর্যন্ত দেয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন বাজেটে শিক্ষা খাতে ওই অতিরিক্ত বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ খবরে তদবিরবাজ ও স্থানীয় প্রতারক চক্র নড়েচড়ে বসেছে। তারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়ে আর্থিক চুক্তি করছে বলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ এসেছে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) মোয়াজ্জেমউদ্দীন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এমপিওভুক্তি ঘিরে একশ্রেণীর প্রতারকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে কিছু অভিযোগ এসেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে এমপিওভুক্তির খবর জানতে চাওয়া হচ্ছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি এবং শর্ত পূরণ না করলে অন্য কোনো উপায়ে এমপিওভুক্তি পাওয়ার সুযোগ নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, দেশের মোট বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৫৪৫টি। এগুলোর মধ্যে ২৬ হাজার ৩৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। বাকি প্রায় সাত হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রায় চার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা প্রয়োজন। এ খাতে আগামী অর্থবছরে অতিরিক্ত ৬০০ কোটি টাকা লাগবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুপারিশ করেছে। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়া। এরপর এমপিওভুক্তি ও অবকাঠামো খাত।

শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান সম্প্রতি *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রণালয়ও মনে করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা উচিত। কিন্তু বাজেটে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ হলেই সেটা সম্ভব হবে, না হলে নয়।